Headline: Sebi FMC merger will ensure coordinated development of Indian financial market	
Source: Ei Samay	**Date:** 28 September 2015

সেবি-এফএমসি সংযুক্তিকরণে সুসংহত উন্নয়নের পথে দেশের শেয়ার ও পণ্যের বাজার

কমোডিটি-নির্ভর ইটিএফ আসার সম্ভাবনা

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

একটি সংস্থার সঙ্গে অন্য আরেকটি সংস্থার সংযুক্তিকরণ কর্পোরেট দুনিয়ায় বিরল নয়। কিন্তু, কর্পোরেট সংস্থাগুলির নিয়ামকদের ক্ষেত্রে এই সংযুক্তিকরণ শুধু বিরল নয়, বিরলতম ঘটনা। সেই বিরলতম একটি মুহূর্ত আজ, সোমবার। দেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দুই ক্ষেত্রের দুই নিয়ামক সংস্থা, সিকিওরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ সিকিওরিটিজ (সেবি) এবং ফরওয়ার্ড মার্কেটস কমিশন (এফএমসি), আনুষ্ঠানিক ভাবে মিলিত হয়ে একক নিয়ামক সংস্থায় পরিণত হচ্ছে। এমন ঘটনা এর আগে ভারতে তো নয়ই, বিশ্বের অন্য কোথাও ঘটেনি।

ব্যবসা চালাতে গেলে কর্পোরেট সংস্থাগুলির প্রয়োজন মূলধন ও কাঁচামালের। মূলধনের জন্য কর্পোরেট সংস্থাগুলি নির্ভর করে শেয়ার বাজারের ওপর, যেখানে তারা লগ্নিকারীদের কাছে সংস্থার শেয়ার ও ঋণপত্র বিক্রি করে ওই মূলধন জোগাড় করে, এবং কাঁচামালের জোগান ও নিশ্চিত দামে সেই জোগান পেতে নির্ভর করে কমোডিটি মার্কেটের ওপর। সেবি হল এই মূলধনী বাজার বা শেয়ার বাজারের নিয়ামক সংস্থা এবং এফএমসি হল কমোডিটি বা পণ্যের বাজারের নিয়ামক সংস্থা।

এই দুই নিয়ামক সংস্থার সংযুক্তিকরণের ফলে একদিকে যেমন শেয়ার ও কমোডিটি মার্কেটের সুসংহত ও সুষ্ঠ নিয়ন্ত্রণ এবং উন্নয়নই ঘটবে, অন্যদিকে তেমনি সাধারণ বিনিয়োগকারীদের কাছেও লগ্নির নতুন দিগন্ত খুলে যাবে।

শেয়ার বাজারের নিয়ন্ত্রক হিসাবে সেবি এতদিন কেবলমাত্র শেয়ার ও মিউচুয়াল ফান্ড, ডিবেঞ্চার, বন্ড বা অন্য কর্পোরেট ঋণপত্র এবং এই আর্থিক উপকরণগুলি নির্ভর করে তৈরি এক্সচেঞ্জ ট্রেডেড ফান্ডের (ইটিএফ) ফিনান্সিয়াল সিকিওরিটিজ কেনাবেচা এবং সেই সংক্রান্ত নিয়ম-কানুন নির্ধারণ করত। সোনা বাদে অন্য কোনও পণ্য বা কমোডিটি-নির্ভর কোনও আর্থিক লগ্নির নিয়ন্ত্রণ সেবির হাতে ছিল না। সেটা ছিল এফএমসির হাতে।

তাই আমাদের দেশে গোল্ড ইটিএফ চালু হলেও সাধারণ বিনিয়োগকারীদের কাছে সিলভার ইটিএফ, ক্রুড অয়েল ইটিএফের মতো লগ্নির উপায়গুলি অধরাই থেকে গিয়েছে। এখন সেবি ও এফএমসির সংযুক্তিকরণের ফলে, সোনা ছাড়াও অন্য পণ্য-নির্ভর ইটিএফ এ দেশেও চালু হওয়ার সম্ভাবনা অনেক উজ্জ্বল হবে। এ প্রসঙ্গে ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জের

ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জের প্রথম মহিলা ম্যানেজিং ডিরেক্টর ও সিইও চিত্রা রামকৃষ্ণ — নিজস্ব চিত্র

প্রথম মহিলা ম্যানেজিং ডিরেক্টর এবং সিইও চিত্রা রামকৃষ্ণ বলেন, 'পৃথিবীর বহু দেশে বিনিয়োগ বাজারের একটি অপরিহার্য অঙ্গ হল কমোডিটি ইটিএফ। আমাদের দেশে এতদিন বিভিন্ন আইনি ও নিয়ামকদের এক্তিয়ারগত জটিলতায় এই ধরনের লগ্নি প্রকল্প চালু করা যায়নি। তবে, সেবি-এফএমসি সংযুক্তিকরণের পর সেই সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়েছে। এখন সেবি অনুমতি দিলেই সিলভার বা ক্রুড অয়েল ইটিএফের মতো অন্য কমোডিটি-নির্ভর ইটিএফ বাজারে আনতে আমরা প্রস্তুত।'

ব্যাঙ্ক বা পোস্ট অফিস আমানতের বাইরে যাঁরা বিনিয়োগ করতে ইচ্ছুক তাঁদের কাছে এখন লগ্নির নানান উপায় রয়েছে। এর মধ্যে, চিরাচরিত শেয়ার, ঋণপত্র এবং মিউচুয়াল ফান্ড যেমন রয়েছে, তেমনি যোগ হয়েছে কমোডিটির মতো নতুন ক্ষেত্র। মিউচুয়াল ফান্ডগুলির দৌলতে গ্লোড ইটিএফ ইতিমধ্যেই বেশ খানিকটা জনপ্রিয় হয়েছে সাধারণ বিনিয়োগকারীদের মধ্যে।

তবে, সাধারণ বিনিয়োগকারী, বিশেষ করে যাঁরা এই ধরনের লগ্নিতে প্রথম হাত মক্স করতে চান, ইটিএফের মাধ্যমে তাঁদের লগ্নি করাই সবচেয়ে শ্রেয় বলে মনে করেন চিত্রা। তিনি বলেন, 'ইটিএফের মারফৎ শেয়ার বাজারে লগ্নি করার যে সিদ্ধান্ত সম্প্রতি এমপ্লয়িজ প্রভিডেন্ট ফান্ড (ইপিএফ) নিয়েছে তার ফলে শেয়ার বাজার এবং বিশেষ করে ইটিএফের প্রতি সাধারণ মানুষের আগ্রহ আরও বাড়বে। কেননা, আগামী কয়েক বছর পর ইপিএফ সদস্যরা যখন দেখবেন যে শেয়ার বাজারে তাঁদের আমানতের একটা সামান্য অংশমাত্র বিনিয়োগ হলেও তাঁরা আগের চেয়ে অনেক বেশি রিটার্ন পাচ্ছেন, তখন তাঁরা নিজেরাই বিনিয়োগ করতে এগিয়ে আসবেন।'

আমাদের দেশে শেয়ার বাজারে সাধারণ বিনিয়োগকারীদের যোগদান নিতান্তই কম। দেশের মোট গৃহস্থ সঞ্চয়ের ৫ শতাংশেরও কম বিনিয়োগ হয় শেয়ার বাজারে। কমোডিটি বাজারে এই যোগদান আরও কম। 'দেশের অর্থনৈতিক বৃদ্ধির জন্য এই বিপুল গৃহস্থ সঞ্চয়কে মূলধনী বাজারে আনা প্রয়োজন যাতে কর্পোরেট সংস্থাগুলি তাদের প্রয়োজনীয় মূলধন পেতে পারে এবং কর্পোরেট সংস্থাগুলির বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিনিয়োগকারীরাও নিজেদের আর্থিক সম্পত্তি বাড়াতে পারে,' চিত্রা বলেন।

ইতিমধ্যে, দেশের মানুষজন কী ভাবে সঞ্চয় করেন, কোথায় কোথায় বিনিয়োগ করেন সে সম্পর্কে সম্যক ধারণা পেতে আন্তর্জাতিক উপদেষ্টা সংস্থা এসি নিয়েলসেন-এর সহযোগীতায় দেশব্যাপী একটি সমীক্ষা চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে সেবি। সম্প্রতি এ সম্পর্কে একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করে সেবি বলেছে, 'এটা একটা বিশাল কর্মকাণ্ড এবং খুব কমদিনের মধ্যে এই সমীক্ষার কাজ আমাদের শেষ করতে হবে। তাই আমরা প্রত্যেক পরিবারকে অনুরোধ জানাচ্ছি এই কাজে সঠিক তথ্য দিয়ে এবং স্বেচ্ছায় এগিয়ে এসে সহযোগীতা করা। এই সমীক্ষায় প্রত্যেক ব্যক্তি যে তথ্য দেবেন তা সম্পূর্ণ গোপন রাখা হবে।'

দেশের সাধারণ মানুষের সঞ্চয় ও বিনিয়োগের অভ্যাস নিয়ে এর আগে তিনটি সমীক্ষা করেছিল সেবি। সেবির হয়ে ২০১২ সালে শেষ ইনভেস্টর সার্ভে করেছিল ন্যাশনাল কাউন্সিল ফর অ্যাপ্লায়েড ইকনমিক রিসার্চ (এনসিএইআর)। সেই সমীক্ষা অনুযায়ী, দেশে মোট ৩.৫ কোটি ব্যক্তির ডিম্যাট অ্যাকাউন্ট রয়েছে অথচ ২০১০-১১ সালে দেশে প্যান কার্ড রয়েছে এমন ব্যক্তির সংখ্যা ১২.১১ কোটি।

শেয়ার বাজারে আরও বেশি করে সাধারণ বিনিয়োগকারীদের অংশিদারিত্ব বাড়ানোর ওপর গুরুত্ব দিয়ে সেবি চেয়ারম্যান ইউকে সিনহা সম্প্রতি বলেন, 'গত ১৫-২০ বছর ধরে শেয়ার বাজারে বার্ষিক ১৫ শতাংশ চক্রবৃদ্ধি হারে রিটার্ন পাওয়া গেলেও আমাদের দেশে শেয়ার বাজারে মোট গৃহস্থ সঞ্চয়ের মাত্র ৩ শতাংশ লগ্নি হয়।'

সাধারণ মানুষের মধ্যে আর্থিক সচেতনতার অভাবই এর জন্য দায়ী বলে মনে করেন ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জের সিইও। চিত্রা বলেন, 'ফিনান্সিয়াল লিটারেসি বা সাধারণ মানুষকে আর্থিকভাবে সচেতন করে তোলার ব্যাপারে আমরা বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছি। ফিনান্সিয়াল লিটারেসিকে যাতে স্কুল-কলেজের পাঠ্যের অন্তর্গত করা যায় সেজন্য আমরা বিভিন্ন রাজ্য সরকারের সঙ্গে কথা বলছি।'

উত্তরপূর্ব রাজ্যগুলির মধ্যে মেঘালয়, নাগাল্যান্ডের রাজ্য সরকারের সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা অনেক দূর এগিয়েছে। এ ছাড়া, এই অঞ্চলের ৮টি রাজ্যেই প্রতি বছর নিয়ম করে ৬০ থেকে ৭৫টি করে ইনভেস্টর অ্যাওয়ারনেস প্রোগাম অনুষ্ঠিত করছে এনএসই।

এই প্রচেষ্টার সুফলও ফলতে শুরু করেছে। এনএসই মারফত লগ্নি করেছেন উত্তরপূর্বের ৮ রাজ্যের এমন বিনিয়োগকারীর সংখ্যা গত একবছরে বেড়েছে ১৮ শতাংশ। সম্প্রতি এই পরিসংখ্যান জানিয়েছেন এনএসইর বিজনেস ডেভেলপমেন্ট বিভাগের প্রধান রবি বারাণসী। একদিকে, দেশের সাধারণ মানুষের মধ্যে আর্থিক সচেতনতা বাড়ানোর জন্য সেবি ও স্টক এক্সচেঞ্জগুলির এই প্রয়াস এবং অন্যদিকে একক নিয়ামকের অধীনে বিনিয়োগের বাজারের আরও সুসংহত ও সুষ্ঠ উন্নয়নের ফলে আখেরে লাভবান হবেন সাধারণ বিনিয়োগকারীরাই।